আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ঐক্যবদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে

ছাত্র-সংসদ নির্বাচন

ঢাবি প্রতিবেদক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। গতকাল রবিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং দপ্তরে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়।

লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির পরিচালিত ফোকাস কোচিং থেকে ঢাবির প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থীসহ অনেকে বক্তৃতা দেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চান।

আবিদুল ইসলাম আরও বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধির ৯ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারকালে কোনো ভোটারকে খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না। ৯ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ভোটার উপঢৌকন বা বকশিশ দেওয়া যাবে না। কিন্তু শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা সব নিয়ম ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেছেন।

এই ভিপিপ্রার্থী আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী সংসদ গ্রুপ নিয়ে আমরা তৃতীয়বার অভিযোগ দিয়েছি। কারণ এ গ্রুপগুলো নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নষ্ট করছে। নাম পরিবর্তন করে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে। নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চার দিন ছুটি ঘোষণা করা হলেও শুক্র ও শনিবার মিলে মোট ছয় দিন বন্ধ থাকছে। এতে অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ভোটদানে নিরুৎসাহিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন আবিদুল ইসলাম।

প্রতিরোধ পর্ষদের’ ১৮ দফা ইশতেহার

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইশতেহার ঘোষণা করেছে কয়েকটি বামপন্থি ছাত্র সংগঠন-সমর্থিত ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেল। গতকাল বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ১৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে তারা। প্রতিরোধ পর্ষদের পক্ষে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু ইশতেহার পাঠ করেন। ডাকসুর কাঠামোর সংস্কার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণায় অগ্রাধিকার, হলে সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ ও আবাসন সংকট দূর করা, নারীবান্ধব ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা, সব জাতিসত্তার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আরও অনেক বিষয় উঠে এসেছে তাদের ইশতেহারে।

ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল- একাডেমিক ক্যালেন্ডারে কেন্দ্রীয় এবং হল সংসদ নির্বাচনের তারিখ সুনির্দিষ্ট করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারীকরণ-সংকোচন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সব হলে সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ করা। নারী শিক্ষার্থীদের সাইবার সুরক্ষা, চলাফেরার স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে বাধ্য করা। হলগুলোত ব্যক্তিমালিকাধীন ক্যান্টিনের পরিবর্তে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ক্যাফেটেরিয়া চালু করা। ’৭৩-এর অধ্যাদেশের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল করে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানবাধিকার, মতপ্রকাশ এবং সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া। মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।